



197199 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দনি কাটাতেন?

প্রশ্ন

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তার দনি কাটাতেন (অর্থাৎ তার দনৈন্দনি জীবনরে একটি নিমুনা)? মূলতঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনরে দনৈন্দনি রুটনি জানতে চাই। তিনি ফজররে পর কী করতেন? কীভাবে ও কখন সকালরে নাস্তা করতেন? খাদ্যরে ক্ষেত্রে তার শষিটাচার কী ছিল? তিনি যোহররে সময় থেকে শুরু করে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত এবং তাহাজ্জুদরে পরে কী করতেন? সারকথা হলো আমি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডেইলি রুটনি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফজর উদতি হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ফজররে নামায পড়তেন। তারপর জায়নামাযে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করতেন। সাহাবীরা রাদয়াল্লাহু আনহুম তাঁর সাথে বসতেন। কখনো তারা জাহলী নানান বিষয় উল্লেখ করত; এতে করে তারা হাসত এবং তিনি মুচকি হাসতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতরে নামায পড়ার সুন্নত জারী করছেন। তিনি চার রাকাত কথিবা তার বশে রাকাত চাশত পড়তেন। আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতরে নামায চার রাকাত পড়তেন এবং আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু এর উপর বৃদ্ধি করতেন।” [হাদীসটি মুসলিম (৭১৯) বর্ণনা করেন]

অন্যদিকে নজি পবত্রি ঘরে তিনি তার পরিবারের কাজ করতেন। বকররি দুধ দোয়াতেন, কাপড়ে তাল দিতেন, নজিরে খদেমত করতেন, জুতা সলোই করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন এবং মানুষদের নিয়ে নামায পড়তেন। তারপর তাদের সাথে বসে কথা বলতেন, তাদেরকে ইলম শেখাতেন, উপদেশে দিতেন, ওয়াজ করতেন, অভিযোগ শুনতেন এবং মীমাংসা করতেন। এরপর ঘরে ফিরে যেতেন।

আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন?’ তিনি বলেন: ‘তিনি মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। কাপড় সলোই করতেন, বকররি দুধ দোয়াতেন। নজিরে সবে নজি করতেন।’ [হাদীসটি আহমদ (২৬১৯৪) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহহিহ’ (৬৭১) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]



মুসনাদে আহমদে (২৪৯০৩) অন্য বর্ণনায় আছে: “তিনি তার কাপড় সলোই করতেন, জুতা সলোই করতেন এবং পুরুষেরা তাদের ঘরে যে কাজ করে সে কাজ করতেন।” [হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সহিহুল জামে’ (৪৯৩৭) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

বুখারী (৬৭৬) বর্ণনা করেন: আসওয়াদ বলেন: আয়শাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে কী করতেন? তিনি বলেন: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নজি পরিবারের খেদমত করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।’

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনও খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না। যদি ভালো লাগত তিনি সে খাবার খতেন। আর ভালো না লাগলে তিনি সেটি পরিত্যাগ করতেন।

কখনো এমন হত যে মাসের পর মাস চলে যেতে কবিতু তিনি খজুর ও পানি ছাড়া খাওয়ার মতো কিছু পতেন না।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনও খাবারের দোষ ধরেননি। ভালো লাগলে খাবার খেয়েছেন, আর না লাগলে পরিত্যাগ করেছেন। [হাদীসটি বুখারী (৩৫৬৩) ও মুসলিম (২০৬৪) বর্ণনা করেন]

আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: ‘আমরা নতুন চন্দ্র দেখেতাম, তারপর আবার নতুন চন্দ্র দেখেতাম। এভাবে দুই মাসে তিনি নতুন চন্দ্র দেখেতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আগুন জ্বলত না। তিনি (উরওয়া ইবনু যুবাইর) বলেন, আমি জিজ্ঞাসে করলাম, ‘খালা! আপনারা কী দিয়ে জীবনধারণ করতেন?’ তিনি বললেন, ‘দুটো কালো বস্ত্র দ্বারা— খজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু আনসারী প্রতিবিশী ছিল। তাদের দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সগেলো দোহন করে এর দুধ তাঁর কাছে প্রেরণ করতেন এবং তিনি আমাদেরকে তাই পান করাতেন।’ [হাদীসটি বুখারী (২৫৬৭) ও মুসলিম (২৯৭২) বর্ণনা করেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বস্তু কী খাবার খতেন তার বিবরণ সুন্নাহতে নাই।

প্রথম যামানার মুসলিমদের প্রতিদিন তিনবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল না; যমেনটা বর্তমান যামানার মানুষের অভ্যাস। তাদের সর্বোচ্চ খাবার ছিল দু’টি। একটি দিনের শুরুতে, যটোকে **غدا** বলা হত। কেননা এটি দিনের শুরুতে খাওয়া হত। অন্যটি ছিল রাতের খাবার যাকে নশৈভাজ (**عشاء**) বলা হত।

তিনি যদি মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে জন্য একত্র করতে চাইতেন, তাহলে কোনো একজনকে নির্দেশে দিতেন যেন সে ডেকে বলে: ‘নামাযের জন্য জামায়াত হচ্ছে’ তারপর তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে ডেকেছেন সেটি নিয়ে কথা বলতেন। কাউকে কোথাও পাঠাতে চাইলে পাঠিয়ে দিতেন। তাদেরকে কিছু বলতে চাইলে বলতেন। কাউকে শরীয়তের কোনো নতুন বধিানের খবর

দতি চাইলে দতিনে ইত্যাদি।

দনিরে মধ্যভাগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে নতিনে যাত করে এর দ্বারা তিনি কয়িমুল্লাইল তথা রাতরে নামাযের ক্ষেত্রে শক্তি পান। তিনি বলতেন: “তোমরা দুপুরে বশিরাম নাও; কনেনা শয়তান দুপুরে বশিরাম নিয়ে না।” [হাদীসটি ত্বাবারানী ‘আল-আওসাত্ব’ (২৮)-এ বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী ‘সহহিহ’ (১৬৪৭) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জীবিকা, লনেদনে এবং বাজার-সদাইয়ের খোঁজ-খবর নতিনে। তাদের সভা-বঠিকে উপস্থিতি হতনে। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন এবং কটে দাওয়াত দলি তার ডাকে সাড়া দতিনে। দুর্বল ও মসিকীনরে প্রয়োজন পূরণে ছুটে যেতেন। দনিরে অধিকাংশ সময় তিনি দ্বীনি বিষয়ে এবং মুসলমিদরে উপকারে কাটাতনে। যমেন: দাওয়াত দান, উপদশে প্রদান, নসীহত করা, শরীয়তরে বধিান আরোপ করা, জহিাদ, সংকাজরে আদশে দান, অসংকাজে বাধা প্রদান, দুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা প্রভৃতি।

মুসলমি (১০২) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা খাদ্যরে স্তূপরে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলনে। তখন তিনি স্তূপরে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দলি হাতরে আঙুলগুলো ভজি যায়। তখন তিনি বললনে: ‘হে খাদ্যরে মালকি! এ কি ব্যাপার?’ লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লিগেছে।’ তিনি বললনে, “সগুলো তোমি স্তূপরে ওপরে রাখলে না কনে? তাহলে লোকরো দেখে নতি পারতো। জনে রাখো, যে ব্যক্তি জালিয়াত করে আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নই।’

বাইহাকী (২০৮৫১) বর্ণনা করেন: জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘চলো আমরা বনু ওয়াক্বেফরে ঐ চক্ষুষ্মান লোকটিকে (রোগী হিসেবে) দেখতে যাই।’ লোকটি অন্ধ ছিল। [শাইখ আলবানী ‘সলিসলিতুস সহহিহ’ (৫২১) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করছেন]

নাসাঈ (১৪১৪) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বশেি বশেি যকিরি করতনে, অনর্থক কথা কম বলতনে, নামাযকে দীর্ঘ করতনে এবং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করতনে। তিনি বধিবা ও মসিকীন লোকরে সাথে হটে গিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতনে না।’ [হাদীসটি শাইখ আলবানী সহহিুন নাসাঈতে সহহি বলে গণ্য করছেন]

রাত হলে তিনি লোকদরে নিয়ে এশার নামায পড়তনে। যদি তাঁর কাছে মুসলমিদরে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় থাকত তাহলে বড় বড় সাহাবীদরেকে সাথে নিয়ে তিনি সে বিষয়ে আলোচনা করতনে। নতুবা পরবাররে সাথে খানকিক্ষণ আলাপ-সালাপ করতনে।

ইমাম আহমদ (১৭৮) ও তরিমযী (১৬৯) বর্ণনা (তিনি এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন) করেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতরে বেলো আবু বকররে সাথে মুসলমিদরে কোনো ইস্যু নিয়ে আলোচনা

করতেন। আমিও তার সাথে থাকতাম। [হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তরিমযী’তে বর্ণনা করেন]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘তার অন্যতম চরিত্র ছিল এই যে, তিনি উত্তম সঙ্গী ছিলেন। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। পরিবারের সাথে তিনি হাস-মিজা করতেন। তাদের সাথে ক্রোমল আচরণ করতেন। পরিবারের জন্য প্রশস্ত হাতে খরচ করতেন। স্ত্রীদের সাথে হাসাহাসি করতেন। ... যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত কাটাবেন, সেখানে সব স্ত্রীরা একত্রিত হত। কখনো তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। তারপর প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে চলে যেত। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে এক চাদরের নিচে ঘুমাতেন। কাঁধ থেকে চাদর সরিয়ে ফলে কেবল লুঙ্গি পরে ঘুমাতেন। এশার নামায পড়ার পর ঘুমানোর আগে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরিবারের সাথে আলাপ করতেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের একঘয়েমি দূর করতেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’ [তফসীরে ইবনে কাসীর (২/২৪২) থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শুরুর দিকে ঘুমাতেন। তারপর রাতের নামায পড়ার জন্য উঠে যেতেন। আল্লাহ যতক্ষণ চাইত তিনি নামায পড়তেন। অবশেষে বলোল (রাঃ) যখন ফজরের আযান দিত তখন তিনি দুই রাকাত নামায পড়ে ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন।

আবু দাউদ (৫৬) বর্ণনা করেন: আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অযু এবং মসিওয়াক রাখা হত। তিনি যখন রাতের নামায পড়ার জন্য উঠতেন তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার পর মসিওয়াক করতেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: একবার আমি আমার খালা মাইমূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বাড়িতে রাত কাটলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এশার পর) কিছু সময় তাঁর স্ত্রী মাইমূনার সঙ্গী কথাবার্তা বললেন। তারপর শুয়ে পড়েন। যখন রাত্রির শেষে তৃতীয়াংশ হয় তখন তিনি সজাগ হয়ে বসলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকিয়ে তলিওয়াত করলেন: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ**। এরপর তিনি উঠে গিয়ে অযু করলেন ও মসিওয়াক করলেন। তারপর এগারো রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বলোল আযান দলিলেন। তখন তিনি দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং ফজরের নামায পড়লেন। [হাদীসটি বুখারী (৪৫৬৯) ও মুসলিম (৭৬৩) বর্ণনা করেন]

সারকথা হলো:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন কোনও একঘয়ে রুটিনে সীমাবদ্ধ ছিল না; যমেনটি এই আর্টকিলে পড়ে মনে হতে পারে। বরং তার জীবন ছিল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং বরকতময় আমল; ঠিক যতোবো তাঁর রব তাকে নরিদশে দিচ্ছেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য।” [সূরা আনআম: ১৬২]



তাই তার আদর্শ ছিল আল্লাহর নরিদশে ও শরীয়তরে বাস্তব আমল; যমেনটি বলছেন আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা। সহি মুসলমি (৭৪৬) বর্ণতি হয়ছে: সাদ ইবনে হশিম ইবনে আমরে একবার উম্মুল মুমনিীন আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলনে: ‘হে মুমনিদরে মাতা! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে চরতির সম্পর্কে বলুন।’ তিনি বলনে: ‘তুমি কি কুরআন পড় না?’ সাদ বলল: ‘অবশ্যই।’ তখন আয়শো বলল: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে চরতির ছিল কুরআন।’

খাদ্যরে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (6503) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

ঘুমরে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (21216) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

ক্রয়-বক্রয়রে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (134621) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

পোশাকরে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (126692) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।